



নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী

ভুল ধারণা দূরীকরণ; যা বিকৃতকারীরা অনলাইনে প্রচার করে
মুজাহিদ্দীনদের গুলু বলে আখ্যায়িত করতে

ভুল ধারণা: মুজাহিদ্দীনরা গুলাহ, কারণ তারা হুগুত বাহিনীর
সদস্যদের খাসভাবে তাকফির করে (তাকফির আল-মু'আইয়্যান)।



AHLUL HAQQ
publications

নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী

ভুল ধারণা দূরীকরণ; যা বিকৃতকারীরা অনলাইনে প্রচার করে মুজাহিদ্দীনদের গুলু বলে আখ্যায়িত করতে

ভুল ধারণা: মুজাহিদ্দীনরা গুলাহ, কারণ তারা ত্বগুত বাহিনীর সদস্যদের খাসভাবে তাকফির করে (তাকফির আল-মু'আইয়্যান)।

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়:



AHLUL HAQQ
publications

আল-কায়েদা ও ত্বলিবান ফ্যানবয়দের ভ্রান্ত ধারণা

ভ্রান্ত ধারণা: মুজাহিদ্দীনরা গুলাত (বাড়াবাড়িকারী), কারণ তারা ত্বঘুত বাহিনীর সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে তাকফীর (তাকফির আল-মু‘আইয়্যন বা খাস তাকফীর) করে।

উত্তর

ভাই আবু বাকর আত-তারাবলুসী আবু ক্বতাদাহর বক্তব্যের খণ্ডন লিখেছেন, তুর্কি পুলিশ সদস্যের বিষয়ে, যে রাশিয়ানকে গুলি করেছিল:

আবু ক্বতাদাহ তার ওপর তাকফীর করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি খণ্ডন লিখেছিলেন। তবে তিনি যে দালীল-প্রমাণ পেশ করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, এবং তিনি জোর দিয়েছিলেন এই বিষয়ে যে — এইসব সেনাবাহিনীর আসল (মৌলিক অবস্থা) হচ্ছে, তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ মুসলিম জনগণের মতোই গণ্য করা হয়; আর তাকে তাকফীর করার পরিণতি হিসেবে যা আবশ্যিক হয়ে পড়ে তা হলো— “যারা তালে তাকফীর করেনি” যেমন তার স্ত্রী ও পরিবার যারা তাকে সমর্থন করে, তাদেরকেও তাকফীর করা। এবং আমি ইনশাআল্লাহ দেখাবো কেন এটি ভুল, তবে তা আমার নিজের কথা দ্বারা নয় (কারণ আমার কথার কোন মূল্য নেই), বরং তা ‘উলামাদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করব।

আবু ক্বতাদাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— ত্বওয়াইফ আল-মুমতানি‘আহর (ইসলামের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করা এমন দল যারা শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহের মধ্যে কোন প্রকাশ্য বিধান পালন করা থেকে বিরত থাকে, যদিও এর হুকুমের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয় — সম্পাদক) সদস্যদের যারা খাস তাকফীর করে, তাদের ভুল কোথায়? এই ভুলের কারণ কী?

আবু ক্বতাদাহ এই বলে উত্তর দিয়েছিল যে, “এই ভুলের কারণ হচ্ছে — মূর্তাদ ত্বওয়াইফের ব্যক্তিদের উপর তাকফীর করা, এমন অবস্থায় যে তারা তাকফীরের মাওয়ানী (প্রতিবন্ধকসমূহ) বিবেচনায় নেয় না। অথচ এই প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব স্বীকার করা — এটাই অধিকাংশ ‘উলামাদের মতামত এবং শারী‘আহর মূলনীতি এমনটাই সমর্থন করে। দুর্ভাগ্যবশত, যদি আমাদেরকে তাকফীরকারীদের কথা অনুসরণ করতে হয়, তবে আমাদের তাকফীর করতে হবে সেইসব মানুষদেরকেও যারা তাকে (তাকফীরের যোগ্য ব্যক্তিকে) সমর্থন করে ও তার সাথে একমত পোষণ করে — যেমন তার বাবা, মা এবং স্ত্রী। আর যে ব্যক্তি তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা অস্বীকার করে, সে এই সন্দেহের জবাব দিতে পারে না, তবে তখনই জবাব দিতে পারবে যখন সে এমন একটি ভিত্তি গ্রহণ করে যা ‘উলামাদের স্থিরকৃত নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।”

এবং সে আরও বলে, “সুতরাং যদি তার ইসলাম নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে সে নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া তা (অর্থাৎ ইসলাম) ত্যাগ করে না। আর শাসক এবং দিয়ার (বিভিন্ন প্রকার দার/ভূমি) সম্পর্কে জাহাল আল-হাল (বাস্তবতা

সম্পর্কে অজ্ঞতা) – এর সন্দেহ অত্যন্ত ব্যাপক; সুতরাং তা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।”

অতএব, আমি যে দুটি মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, তা হলো:

১) ত্বওয়াইফ আল-মুমতানি‘আহ সম্পর্কে মূলনীতি হল, তারা বাহ্যিকভাবে কাফির হিসাবে গণ্য হয়। আর দেখাব যে, ত্বঘুতের সৈনিক বা পুলিশ হওয়া তাকে কোন ‘উযর (অজুহাত) প্রদান করে না, বরং এটি তার দীনের ভিত্তিকেই বাতিল করে দেয়।

২) তুরস্কের এক পুলিশকে তাকফীর করা তাদেরকেও তাকফীর করা আবশ্যিক করে যারা তাকে (পুলিশকে) তাকফীর করেনি, যেমন তার স্ত্রী ও পরিবার — এই দাবির খণ্ডন।

প্রথম পয়েন্ট:

• ত্বইফাতুল মুমতানি‘আহ হলো এমন একটি দল যারা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য শারী‘আহর আইন থেকে বিরত থাকে বা তা মেনে চলতে অস্বীকার করে। আশ-শাইখ নাসির আল-ফাহাদ বলেছেন যে সাহাবাহদের থেকে এ বিষয়ে ইজমা‘ এসেছে — যে তারা এই দলকে সামগ্রিকভাবে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে কাফির হিসাবে গণ্য করতেন। তবে এটি একটি ধারণাগত ইজমা (ইজমা য্বনী), অর্থাৎ সাহাবাহরা যে তাদেরকে কাফির ধরেই হিসেবে যুদ্ধ করেছেন তা অস্বীকার করলে কেউ

কাফির হয়ে যাবে না। এ বিষয়টি দ্বিতীয় আলোচনার সাথেও সম্পর্কিত, যা ইনশাআল্লাহ পরে আসবে।

• তুরস্কের তুঘুতি বাহিনী বা পুলিশ যেসকল স্পষ্ট নাক্ষিদের (ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ে) পতিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে: ইসলামের সুস্পষ্ট ও মুতাওয়াতির নিদর্শনসমূহ থেকে বিরত থাকা, যেমন শারী‘আহ অনুযায়ী শাসন করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা, ওয়ালা ও বারা‘আ (ভালোবাসা ও বিচ্ছিন্নতা), আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা নিষিদ্ধ করা — যেমন সুদ ও মদ্যপান। প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল এগুলো থেকে বিরতই থাকে এমনই নয়, বরং এর বিরোধিতাও করে।

এটি এমন এক তুইফাহ যারা তাদের বিরোধিতা করে যারা কি-না আল্লাহর বিধান কায়েম করতে চায় এবং তাঁর নির্দেশমতো তাঁর ‘ইবাদাহ করতে চায়; আর বিরত থাকা ব্যক্তি অপেক্ষা বিরোধিতাকারী ব্যক্তির বিধান অধিক গুরুতর।

আল্লাহﷻ বলেছেন,

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

যারা কুফুরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমরা তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত [আন-নাহল, ৮৮]।

এটি এমন এক ত্বইফাহ যারা শির্ক আল-আকবারে (বড় শির্ক) লিপ্ত হয়েছে, আর তা হচ্ছে আনুগত্যের শির্ক এবং তত্ত্বাবধানের (ত্বগ্বূতের জন্য); আর তারা আল্লাহর পাশাপাশি ত্বগ্বূতকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা তাদের জন্য মানবরচিত আইন প্রণয়ন করে। তারা ত্বগ্বূতের কাছে তাহাকুম (বিচার চায়) এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতায় ত্বগ্বূতের অনুসরণ করে।

আল্লাহﷻ বলেছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের আহবার (পন্ডিত) ও রুহবানদের (সংসার-বিরাগী) তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও। অথচ এক ইলাহের 'ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নাই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত না পবিত্র [আত-তাওবাহ, ৩১]।

আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহহাব رحمه الله বলেছেন, এটির তাফসীর, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, তা হলো 'আলিম ও পাদ্রীদের নিকট দু'আ করা নয়, বরং আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য করা; যেমনটি রসূলুল্লাহ ﷺ 'আদী ইবনু হাতিমকে বুঝিয়েছিলেন, যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমরা

তো তাদের ‘ইবাদাত করতাম না!’ তখন নাবী ﷺ তাঁকে বললেন: “তাদের ‘ইবাদাত হলো আল্লাহর নাফরমানিতে তাদের আনুগত্য করা” [আদ-দুরারুস সানিয়াহ — এই বর্ণনাটি বহু ইসনাদ দ্বারা শক্তিশালী]।

এছাড়াও তারা কাফিরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার মতো সর্বসম্মত নাক্রিমে (ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়ে) পতিত হয়েছে। বরং তারা কাফিরদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধেই সাহায্য করেছে এবং তারা ইসলামের নূর নিভিয়ে দিতে, এর দাঈ (আহ্বানকারী) ও ‘আলিমদের হত্যা ও কারাবন্দী করতে কাফিরদেরকে সহায়তা করেছে।

আল্লাহﷻ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মূমিনগণ, তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যুলাম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না [আল-মায়িদাহ, ৫১]।

•অতএব এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি একটি শির্ক ও ইরতিদাদের (দীনত্যাগের) দল, যদিও তারা ইসলামের দাবি করে। আর কুফরের হুকুম শুধুমাত্র সাধারণ (‘আম) পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা তাদের ব্যক্তিবিশেষের ওপরও প্রযোজ্য, কারণ তাদের ক্ষেত্রে শুরুত (শর্তাবলি) পূরণ হয়েছে — যেমন বুদ্ধিমত্তা, প্রাপ্তবয়স্কতা, ইচ্ছা। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তারা তাদের কাজগুলো স্বেচ্ছায় ও নিজের সিদ্ধান্তে করে, এবং তাদের ওপর কোন জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করা হয়নি, এমনকি এমনও নয় যে তাদের এমন নির্যাতন করা হয়েছে যা তারা সহ্য করতে পারেনি, যার কারণে তারা এই কাজ (অর্থাৎ ত্বগ্বূতের পুলিশ হওয়া) করেছে। এমনকি তাদের এ বলে হুমকিও দেওয়া হয়নি যে তারা যদি পুলিশ না হয় তাহলে তাদের হত্যা করা হবে। সুতরাং মৌলিক অবস্থা(الأصل) অনুযায়ী, তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে কাফির ও মূর্তাদ হিসেবে বিবেচিত হবে, যা বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করা হয়।

•অতএব, আবু ক্বতাদাহর বক্তব্যের বিপরীতে, আশ-শাইখ ওয়ালীদ আস-সিনানী বলেছেন, “ত্বগ্বূতের বাহিনীগুলো মৌলিক অবস্থা অনুযায়ী (الأصل) কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যারা প্রকৃতপক্ষে ছাড়প্রাপ্ত, তাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা হবে। যাইহোক, আমরা সাধারণ মূলনীতির ওপর চলি এবং তাদেরকে মূর্তাদ (দ্বীনত্যাগী) দল হিসেবে দেখি, যারা শির্ক ও কুফরের আইন বাস্তবায়ন করো”

•আর ত্বইফাতুল মুমতানি‘আহর ব্যাপারে আশ-শাইখ নাসির আল-ফাহাদ বলেছেন, “যখন এটি প্রমাণিত হয়ে যায় যে তারা শারী‘আহর কোন কিছু গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, তখন ব্যক্তির সাথে দলের কোনো পার্থক্য করা হয় না (উভয়ের হুকুম একই)।”

•আর যারা বলে যে, “ত্বগুতের বাহিনী শাসকদের প্রকৃত অবস্থা না জানার কারণে, কিংবা সরকারপন্থী ‘উলামাদের ধোঁকায় পড়ে থাকায় অজ্ঞতার কারণে তারা দায়মুক্ত/‘উযরগুাপ্ত” — এটি কোন ‘উযর/অজুহাত হতেই পারে না, যখন বিষয়টি আপনার তাওহীদ নষ্ট করার সাথে সম্পর্কিত হয়, (আর তা হলো) ত্বইফাহ আল-মুমতানি‘আহতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যা শারী‘আহর প্রকাশ্য বিধানগুলো থেকে বিমুখ হয়ে গেছে বরং এর বিরোধিতা করেছে। এই বিষয়টি শিরকের সাথে সম্পর্কিত, এবং আশ-শাইখ ‘আলী আল-খুদাইরকে যখন “আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে বিচার করা মাসায়িলুয় য়হিরহ (স্পষ্ট বিষয়) কি-না” এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছেন, “তা স্পষ্ট বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে, কারণ এটি শিরকের ব্যাপার।” আর এই পুলিশরা নিজেরাই শিরকের মধ্যে পতিত হয়েছে, তাই তাদের এক্ষেত্রে কোনো ‘উযর/অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় পয়েন্ট:

•যে দাবিটি করা হয় যে, তার ওপর তাকফীর করলে তার স্ত্রী, মা এবং বাবাকেও তাকফীর করতে হবে, কারণ তারা তাকে সমর্থন করে এবং তাকে তাকফীর করে না — এটি একটি ভুল। কারণ, তার পরিবারের সদস্যরা তার মত ত্বইফাতুল

মুমতানি‘আহর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং, কুফরে পতিত হয়েছে সে নিজেই, আর তারা (পরিবার) সেই ত্বইফাহ আল-মুমতানি‘আহর অন্তর্ভুক্ত হয়নি যারা কুফর ও শিরকের মধ্যে পতিত হয়েছে। এ বিষয়ে আশ-শাইখ নাসির আল-ফাহাদ উল্লেখ করেছেন যে, “তাদের হুকুম তৃতীয় ইসলাম বাতিলকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত — অর্থাৎ, তারা ত্বইফাহ আল-মুমতানি‘আহর ওপর তাকফীর না করার কারণে — কিন্তু এটি নিরঙ্কুশ কুফর নয়” (অর্থাৎ তাদের ‘উযর রয়েছে)।

•আশ-শাইখ ওয়ালিদ আস-সিনানী বলেছেন, “সৌদি বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক অবস্থা হলো, তাদের সবাইকে বাহ্যিকভাবে কাফির হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং তাদের অধিকাংশই, বরং সকলেই বিশ্বাস করে যে সৌদি শাসকেরা মুসলিম — তবুও এটি তাদের জন্য ‘উযর তথা অজুহাত হিসেবে বিবেচিত হয়নি, কারণ তারা ত্বইফাহ আল-মুমতানি‘আহর অন্তর্ভুক্ত, যারা ত্বগ্বূতের সেবা করছে।

•আশ-শাইখ নাসির আল-ফাহাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: ‘আলিমদের ধোঁকাবাজি (তাবলীস) কি তাকফীর না করার ক্ষেত্রে ‘উযর হিসেবে গণ্য হয়? আশ-শাইখ নাসির আল-ফাহাদ উত্তর দিয়েছেন, কুফরের ক্ষেত্রে অজুহাতের আলোচনা অনেক বিস্তৃত। আমি এ নিয়ে কারাগারে একটি অসম্পূর্ণ বই লিখেছি, যার নাম: “আত-তাফসীল লিল-‘উযর বিল-জাহাল ওয়াত-তাওয়ীল” এবং সঠিক মত হচ্ছে — কুফরে পতিত হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র বৈধ অজুহাত হচ্ছে ইকরাহ (জোর/বাধ্য করা), যেমনটি আল-কুরআনের আয়াতে এসেছে। আর বাকি অজুহাতগুলো হয়:

ক. কোনো অজুহাতই নয়, যেমন — যে ব্যক্তি ‘উযর বিল-জাহালের (অজুহাত) অজুহাত) ব্যাপারে চরমে গিয়ে এমনকি কবরপূজারীদেরকেও অজুহাতের জন্য ‘উযর প্রদান করে।

খ. অথবা সে শুরু থেকেই আদৌ কুফরে পতিত হয়নি — যেমন ভুল এবং তাওয়ীল (ব্যাখ্যার) বিষয়সমূহ। আর এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ, যা সম্পূর্ণ একটি বইয়ের উপযোগী; আমি যা উল্লেখ করেছি তা কেবল এই বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য।

আপনি যদি এ বিষয়ে জানেন, তাহলে আমরা এখন আলোচনা করবো— ‘আলিমদের সাধারণ মুসলিমদের উপর তালবিস (প্রতারণা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা) বিষয়ক, এবং এটি কি ওযর হিসেবে গণ্য হয় কি না। তাহলে আমরা বলি, এটি দুইটি ভাগে বিভক্ত:

১. মুসলিম ব্যক্তি নিজেই কোনো কুফুরীর কাজে লিপ্ত হয় — যেমন, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা এবং তদ্রূপ কাজগুলো — তাহলে সে একমাত্র ইকরাহ (জবরদস্তি) ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ‘উযরপ্রাপ্ত হবে না, যেমন আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর ‘আলিমদের তালবীস এবং তাদের ফাতাওয়া যদি এর (শির্ক/কুফর করার) কারণ হয়, তবে সেটি কোন অজুহাত হিসেবে ধর্তব্য নয়। এটা যদি ‘উযর হতো তাহলে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ

তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের
আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল [আল-আহযাব, ৬৭]।

অথবা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا
إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ
করেছে [আত-তাওবাহ, ৩১] — তারাও অজুহাত পেত। এবং হাদীসে বর্ণিত সেইসব
লোক, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: “মানুষ অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানাবে;
তারা ফাতাওয়া দেবে ‘ইলম (জ্ঞান) ছাড়াই, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হবে এবং
অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে” — তারাও তাহলে অজুহাত পেত। এবং আরও অন্যান্য
প্রমাণও আছে।

২. ব্যক্তি নিজে কুফুরী করে না, তবে যারা কুফর করেছে তাদের তাকফীর করে
না — কোন ভুল ধারণা বা সংশয়ের কারণে, যেমন, ‘উলামাদের তালবীস বা
বিশ্রান্তিকর বক্তব্য তাকে প্রভাবিত করেছে — তাহলে এই ব্যক্তি কাফির নয়।
কারণ সে নিজে কুফর করেনি, সে কোন নস (কিতাব ও সুন্নাহ) বা ইজমা অস্বীকার
করেনি। এটি “যে ব্যক্তি কোনো কাফিরকে কাফির মনে করে না, সেই নিজেই

কাফির” — এই প্রসিদ্ধ মাস‘আলার একটি শাখা এবং এই মাস‘আলায় অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। তাই আমি এটি সরলভাবে ব্যাখ্যা করব:

ক) আসলি কাফির, যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান। সুতরাং যে তাদেরকে কাফির বলে না, সে নিজে কাফির হয়ে যায়, কারণ সে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা (ঐক্যমত) প্রত্যাখ্যান করেছে।

খ) মূর্তাদ কাফির যে প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা করে, হয়তো অন্য দীজ গ্রহণ করে বা নাস্তিকতা ও অনুরূপ কিছু দিকে ফিরে যায়। সেও প্রথম প্রকারের মতই (অর্থাৎ যে তাকে কাফির বলে না, সেও কাফির)।

গ) মূর্তাদ কাফির যে ইসলাম ভঙ্গকারী এমন কাজ করে যা নিয়ে ইজমা আছে, যেমন দীনের উপহাস করা, অথচ সে নিজেকে মুসলিম দাবি করে। সুতরাং যে তার উপর তাকফীর করতে বিরত থাকে, সে দুই ধরনের লোকের মধ্যে একজন:

•হয় সে স্বীকার করে যে ঐ ব্যক্তির কাজ বা বক্তব্য কুফর — যেমনটি কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায় বর্ণিত হয়েছে — কিন্তু কোন ভুল ধারণা বা কোন মন্তব্য করতে অতিরিক্ত ভয় পায়, তাহলে সে কাফির নয়, কারণ সে কুরআন-সুন্নাহ বা ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেনি।

•অথবা সে সেই কাজ বা বক্তব্য নিয়ে বিরোধ করে যে এটি কুফর নয়। তাহলে তার উপর হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে দালীল প্রমাণ ও ইজমা পেশ করে। যদি সে মেনে নেয়, তো ভালো; নতুবা সে নিজে কাফির হয়ে যাবে।

ঘ) মুর্তাদ কাফির যে এমন কোনো কাজ করে যা নিয়ে দ্বিমত (ইখতিলাফ) আছে, যেমন সলাত পরিত্যাগ করা। সুতরাং যে তাকে (সলাত পরিত্যাগকারীকে) তাকফীর করা থেকে বিরত থাকে, সে কাফির নয়।

আশ-শাইখ নাসির আল-ফাহাদ এর উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

এই ফাতাওয়ার মূল বিষয় হলো শাইখের বক্তব্য, “যখন কোন মুসলিম নিজেই কুফর বা শির্কের মতো কাজে লিপ্ত হয়, যেমন আল্লাহর সাথে শরীক করা ইত্যাদি, তখন সে ‘উযর প্রদানের অযোগ্য...,’ আর পুলিশ কর্মকর্তা নিজেই শির্ক ও কুফরে পতিত হয়েছে।

অতঃপর আশ-শাইখ বলেছেন, “যখন মুসলিম নিজে কুফরে পতিত হয় না, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফুরী কাজ করেছে তাকে তাকফীর করে না — কারণ তার মধ্যে কোনো ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, যেমন ‘আলিমদের দ্বারা প্রতারণিত হওয়া বা এরকম কিছু — তাহলে এই ব্যক্তি কাফির নয়; কারণ সে নিজে কুফর করেনি এবং কোন কুরআন-সুন্নাহর দালীল বা ইজমা’কে প্রত্যাখ্যানও করেনি...” সুতরাং এর মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত যারা পুলিশ হয়ে শির্ক-কুফরে লিপ্ত হয়নি, কিন্তু পুলিশকে তাকফীর করে না; এমন ব্যক্তির কুফুরী করেনি।

অনুরূপভাবে আশ-শাইখ ‘আলী আল-খুদাইর বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত ধারণার দরুন ত্বওয়াহীতদের ওপর তাকফীর করে না এবং তাদেরকে মুসলিম মনে করে, সে কাফির হয় না। সুতরাং ত্বগ্বূতের সৈন্যদের ওপর তাকফীর করার কারণ এই নয় যে তারা শাসকদের কাফির মনে করে কি-না — বাস্তবে অনেকেই এ বিষয়ে অজ্ঞ — বরং তারা একটি “ত্বইফাহ মুমতানি‘আহর” অংশ, যারা নিজেরাই শির্ক ও কুফরে লিপ্ত হয়েছে, যা তাদেরকে কাফির বানিয়ে দেয়। নিচে আশ-শাইখ ‘আলী আল-খুদাইরের ফাতাওয়া দেওয়া হলো:

আশ-শাইখ ‘আলী আল-খুদাইরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “এক ব্যক্তি দিনরাত ত্বওয়াহীতের পক্ষে সমর্থন করে, তার ওপর বারবার দালীল পেশ করা হয়েছে, অথচ সে ত্বওয়াহীতের কাজকে ন্যায্যতা দেয়। এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহর বিধান কী?”

আশ-শাইখ ‘আলী আল-খুদাইর জবাব দিয়েছিলেন, “যদি এই ত্বওয়াহীতরা সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয় এবং তাদের কুফর প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সে তাদের পক্ষ নেয়, তাহলে সে তাদের মতই কাফির। আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَصُفِهِمْ أَوْلِيَاءُ

আর যারা কুফুরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক [আল-আনফাল, ৭৩]।

নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী

কারণ তাদের পক্ষ নেওয়া তাদের প্রতি তাওয়াল্লির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন,

وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِعَظِّ الظَّالِمِينَ بَعْضًا

আর এভাবেই আমরা যুলিমদের কতককে কতকের বন্ধু বানিয়ে দেই [আল-আন‘আম, ১২৯]।

আর আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

আর নিশ্চয় যুলিমরা একে অন্যের বন্ধু এবং আল্লাহ মুতাকীদের বন্ধু [আল-জাসিয়াহ, ১৯]।

তবে, যদি সে মনে করে যে তারা ইসলামের ওপর আছে অথবা তাদের অবস্থা তার কাছে অস্পষ্ট, তাহলে আপনি তাকে নাসীহাহ করলে আপনার দায়িত্ব শেষ। কিন্তু যদি সে তাদের (কাজগুলো) কুফর না মানে, তবে তাদের যুলুম ও বিশ্বাসঘাতকতা জেনেও তাদের পক্ষ নেয়, তাহলে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ

নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী

আর যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তাদের পক্ষে বিবাদ-বিসম্বাদ করবেন না
[আন-নিসা, ১০৭]।

আল্লাহ আরও বলেন,

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

আর আপনি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করবেন না [আন-নিসা, ১০৫]।

এবং আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

তিনি বললেন, ‘হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি
কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না’ [আল-ক্বাসাস, ১৭]।

আশ-শাইখ ‘আলী আল-খুদাইরের উদ্ধৃতি সমাপ্ত
উপসংহার:

ইনশাআল্লাহ, এটি আপনাকে তুর্কি পুলিশদের বাস্তবতা এবং ইসলামে তাদের
অবস্থান বুঝতে সাহায্য করবে। আসল (মৌলিক অবস্থা) হলো, তারা একটি

“ত্বইফাহ আল-মুমতানি‘আহর” অংশ হিসাবে বাহ্যিকভাবে কাফির হিসেবে বিবেচিত।

আবু বাকর আত-তারাবলুসীর খণ্ডন এখানেই সমাপ্ত

মুর্তাদ গোষ্ঠীর অনেক জাহিল সমর্থক মুর্তাদদের পক্ষে যুক্তি দিতে ভাই আবু বাকর অনূদিত আশ-শাইখ নাসির আল-ফাহদের ফাতাওয়া আল-হাইরিয়্যাহ থেকে বক্তব্য বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এটি তাদের জন্য প্রমাণ নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধেই প্রমাণ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ এই বিকৃতকারীদের লাঞ্চিত করেছেন, যারা তাদের পিতা “উন্মাহর গর্দভ” ও “জিহাদের ইয়াহুদী” আইমান আয্ব-যুওয়াহিরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী

আশ-শাইখ নাসির আল-ফাহাদ তাদের থেকে মুক্ত,
আশ-শাইখ ‘আলী আল-খুদাইর তাদের থেকে মুক্ত,
আশ-শাইখ ওয়ালিদ আস-সিনানী তাদের থেকে মুক্ত,
আশ-শাইখ ফারিস আয়-যুহরানী তাদের থেকে মুক্ত,
আশ-শাইখ হামাদ আল-হুমাইদী তাদের থেকে মুক্ত।

[আল্লাহ আমাদের হিদায়াতের পরে গোমরাহী থেকে রক্ষা করুন]।

تقبله الله آশ-শাইখ ফারিস আয়-যুহরানী

দ্বিতীয় প্রমাণ: আল্লাহর কিতাব থেকে,

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ الطُّغُوتِ
فَقَتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কুফুরী করেছে তারা ত্বগ্বূতের পথে যুদ্ধ করে। কাজেই তোমরা শাইত্বনের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; শাইত্বনের কৌশল অবশ্যই দুর্বল [আন-নিসা, ৭৬]।

ত্বগ্বূতের অর্থ হলো ইবনুল ক্বয়্যিম رحمه الله যা বলেছেন, “ত্বগ্বূত হলো সেই সবকিছু যার উপাসনা, অনুসরণ বা আনুগত্যের মাধ্যমে বান্দা সীমালঙ্ঘন করে। সুতরাং কোন সম্প্রদায়ের ত্বগ্বূত হলো সেই ব্যক্তি যার নিকট তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কারও কাছে বিচার চায়, বা যাকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে উপাসনা করে, বা যাকে তারা অনুসরণ করে আল্লাহর পথনির্দেশ ছাড়াই, বা যাকে তারা এমন বিষয়ে আনুগত্য করে যা আল্লাহর আনুগত্য বলে জানা নেই। এগুলোই হলো দুনিয়ার ত্বগ্বূতসমূহ। যদি আপনি এদের বিষয়ে চিন্তা করেন এবং একই সাথে মানুষের অবস্থা বিবেচনা করেন, তাহলে দেখবেন যে বেশিরভাগ মানুষ আল্লাহর ‘ইবাদাত থেকে সরে গিয়ে ত্বগ্বূতের ‘ইবাদাত করছে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ কাছে বিচার চাওয়ার পরিবর্তে ত্বওয়াগ্বীতের কাছে বিচার চাইছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ আনুগত্য ও অনুসরণের পরিবর্তে ত্বগ্বূতের আনুগত্য ও অনুসরণ করছে” (ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ইন, ১/৫০)।

এবং আশ-শাইখ মুহাম্মাদ বিন ‘আবদুল ওয়াহহাব(رحمه الله) বলেছেন, “ত্বগ্বূত শব্দটি ব্যাপক। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কারও অথবা যেকোন কিছুর ‘ইবাদাত করা হয় এবং সে/তা এই ‘ইবাদাতে সন্তুষ্ট থাকে — সেটি উপাস্য হোক,

অনুসরণীয় হোক বা এমন কেউ হোক যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ﷺ আনুগত্য বাদ দিয়ে আনুগত্য করা হয় — তাহলে সেটি ত্বগ্বৃত হিসেবে গণ্য হবে। ত্বগ্বৃত অনেক ধরনের, কিন্তু তাদের প্রধান পাঁচটি হলো:

প্রথম: শাইত্বন, যে মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ‘ইবাদাতের দিকে ডাকে। এর প্রমাণ হলো তিনি তা‘আলার বাণী,

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَى ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

হে বানী আদাম, আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইত্বনের ‘ইবাদাত করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? [ইয়া-সীন, ৬০]

দ্বিতীয়: আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী অত্যাচারী যুলিম শাসক। এর প্রমাণ হলো তিনি তা‘আলার বাণী,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা ত্বগ্বৃতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য

তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে? আর শাইত্বন তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায় [আন-নিসা, ৬০]।

তৃতীয়: আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা ফয়সালাকারী ব্যক্তি।
এর দালীল হলো তিনি তা‘আলার বাণী,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফির
[আল-মায়িদাহ, ৪৪]।

চতুর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর পাশাপাশি থুইবের ‘ইলম জানার দাবি করে। এর প্রমাণ
হলো তিনি তা‘আলার বাণী,

عَلَّمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا

তিনিই থুইবের (অদৃশ্য) জ্ঞানী, তিনি তাঁর থুইবের ‘ইলম কারও কাছে প্রকাশ করেন
না [আল-জিন, ২৬]।

এবং তিনি তা‘আলা আরও বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ
مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

আর থুইবের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত রয়েছেন, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই [আল-আন‘আম, ৫৯]।

পঞ্চম: আল্লাহ ব্যতীত যার ‘ইবাদাত করা হয় এবং সে এতে সন্তুষ্ট থাকে। এর প্রমাণ হলো তিনি তা‘আলার বাণী,

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

আর তাদের মধ্যে যে বলবে, ‘তিনি ব্যতীত আমিই ইলাহ’, তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তির প্রতিদান দেব; এভাবেই আমরা যুলিমদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি [আল-আম্বিয়া, ২৯]।

এবং আশ-শাইখ মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফিল্কী বলেছেন, সালাফুস সলিহীন বা পুণ্যবান পূর্বসূরিদের(رضي الله عنه)বক্তব্যে আমরা যা পাই তা হলো —ত্বগ্বূত হলো এমন সবকিছু যা বান্দাকে আল্লাহর ‘ইবাদাতের থেকে বিচ্যুত করে, দীনে

তাঁর জন্য ইখলাস (একনিষ্ঠতা) অর্জন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এর আনুগত্য থেকে বিরত রাখে, হোক তা জিন শাইত্বন, মানব শাইত্বন, গাছ-পাথর কিংবা অন্য কোন বস্তু। এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে অন্তর্ভুক্ত হলো — মানবপ্রণীত এমন সব আইন-কানুন দ্বারা বিচার ও শাসন করা, যা ইসলাম ও তার শারী‘আহ থেকে বিচ্যুত এবং যেগুলো মানুষ নিজে থেকে তৈরি করে রক্ত, সম্মান ও সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফয়সালা দিতে ব্যবহার করে। এই আইন দ্বারা শাসন ও বিচার করা আল্লাহর বিধানকে বাতিল করার শামিল। যেমন — হৃদুদ প্রতিষ্ঠা না করা; রিবা (সুদ), খামর (মাদক) ইত্যাদি হারাম জিনিসকে বৈধ করা; এমন আইন তৈরি করা যা এসবের প্রচার ও বাস্তবায়নকে সহজ করে। সুতরাং এই আইনগুলো নিজেরাই ত্বগ্মূত এবং যারা এগুলো প্রণয়ন ও প্রচার/প্রসার করে তারাও ত্বগ্মূত। এই বিধান সকল মানবরচিত আইনগ্রন্থের (সংবিধান) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ এই গ্রন্থসমূহ মানুষকে সেই সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যা নাবী ﷺ নিয়ে এসেছিলেন। ইচ্ছাকৃত হোক বা না-হোক, সে একজন ত্বগ্মূত” (ফাতহুল মাজীদ, পৃ. ২৭৮)।

এবং আবদুল-রুদির ইবনু ‘আবদিল ‘আযীয বলেছেন, “ত্বগ্মূতের সাধারণ স্পষ্ট অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু যার ‘ইবাদাত করা হয়। তবে গভীর বিশ্লেষণে কুরআন ও সুন্নাহর দালীলে দুই প্রকার ত্বগ্মূতের উল্লেখ পাওয়া যায়, ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে ত্বগ্মূত এবং বিচারের ক্ষেত্রে ত্বগ্মূত।

১. ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে ত্বগ্মূত, আল্লাহ তা‘আলার বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে,

"যারা ত্বগ্বূতের 'ইবাদাত থেকে বিরত থাকে..." — এখানে ত্বগ্বূত বলতে আল্লাহ ছাড়া এমন সবকিছুকে বোঝায় যার 'ইবাদাত করা হয় — তা শাইত্বন হতে পারে, মানুষ হতে পারে (জীবিত বা মৃত), হতে পারে পশু, গাছ, পাথর, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি। এটা হলো যখন কেউ এর জন্য কুরবানী দেয়, এটাকে ডাকে (দু'আ করে), আল্লাহ ছাড়া এর জন্য সলাত আদায় করে কিংবা আল্লাহর শারী'আহর বিরুদ্ধে এর আনুগত্য ও অনুসরণ করে। যাইহোক, "আল্লাহ ছাড়া যা 'ইবাদাত করা হয়" — এটি "এবং তা দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়া" শব্দগুলির দ্বারা বোঝিত, যেমন 'ঈসা ইবনু মারইয়াম ('আলাইহিস সালাম) এবং অন্যান্য নাবী, মালাইকা ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হয়েছে, যাদের আল্লাহর পাশাপাশি 'ইবাদাত করা হয় কিন্তু তারা এতে সন্তুষ্ট নন — তাঁদের মধ্যে কেউই ত্বগ্বূত নামে অভিহিত নয় (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া যার 'ইবাদাত করা হবে সে তখনই ত্বগ্বূত বলে গণ্য হবে যখন সে এই 'ইবাদাতে সন্তুষ্ট থাকবে)। ইবনু তাইমিয়াহ (رحمه الله) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

আর স্মরণ করুন, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন, তারপর মালাইকাদের জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই 'ইবাদাত করত?'

নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

তারা বলবে, ‘আপনি পবিত্র, মহান! আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়; বরং তারা তো ‘ইবাদাত করত জিনদের। তাদের অধিকাংশই জিনদের প্রতি ঈমান রাখত [সূরা সাবা, ৪০-৪১]।

অর্থাৎ, মালাইকারা এটা আদেশ করেননি বরং জিনেরাই তাদেরকে এসব মূর্তির দাসত্ব করার নির্দেশ দিয়েছিল, যেমন এসব মূর্তির জন্য শাইত্বনরা রয়েছে (যারা তাদের ভিতরে বাস করে), ঠিক যেমন শাইত্বনরা গ্রহ-নক্ষত্র পূজারীদেরকে আয়ত্তে নিয়ে ফেলে, এমনকি তাদের মধ্য থেকে কোনো শাইত্বন প্রকাশিত হয়ে তার সাথে কথা বলে — এটা শাইত্বনদের মধ্যকার একটি শাইত্বনই হয়। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

হে বানী আদাম, আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইত্বনের ‘ইবাদাত করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

আর আমারই ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

আর শাইত্বন তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি?

আরও বলেন: তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু। যালেমদের এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট।

২. বিধানের (ফয়সালার) ক্ষেত্রে ত্বগ্বূত – এবং এটি নেওয়া হয়েছে আল্লাহর বাণী থেকে,

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطُّغُوتِ

অথচ তারা ত্বগ্বূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়।

আর এটি হলো এমন সবকিছু আল্লাহ ব্যতীত যার নিকট বিচার চাওয়া হয়, তা হতে পারে সংবিধান বা ব্যবস্থা বা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে শাসন করা, তা শাসক থেকে বা বিচারক অথবা অন্য কারও থেকে (সংঘটিত) হোক [আল-জামি‘ ফীত্ব ত্বলাব আল-‘ইলম, ২/৬৬৯]।”

এই ভিত্তিতে এটা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট যে অ্যামেরিকা একটি ত্বগ্বৃত, নিরাপত্তা পরিষদ একটি ত্বগ্বৃত, জাতিসংঘ একটি ত্বগ্বৃত, তাদের দ্বারা প্রণীত আন্তর্জাতিক আইনগুলো ত্বগ্বৃত এবং বর্তমান সরকারগুলো যেমন অতীতের ছিল সেগুলোও ত্বগ্বৃত। এই আয়াতে তিনি (সুবহানাহু) স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে যারা কুফুরী করে তারা ত্বগ্বৃতের পথে লড়াই করে এবং তারা শাইত্বনের মিত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি আমেরিকার পতাকার নিচে যুদ্ধ করে সে কাফির, যে ব্রিটেনের পতাকার নিচে যুদ্ধ করে সে কাফির, যে তাদের সৈন্য পরিবহনে সহায়তা করে সে কাফির, যে তাদের জন্য বিমানবন্দর খুলে দেয় সে কাফির, যে তাদের রক্ষা করে সে কাফির, যে তাদের গোলাবারুদ ট্রাকে পরিবহনে সহায়তা করে সে কাফির ইত্যাদি। যে তাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করে, সে তাদেরই দলভুক্ত — তা সে তার হাত দ্বারা হোক, জিহ্বা দ্বারা হোক, মতামত দ্বারা হোক, ফাতাওয়া দ্বারা হোক, নিবন্ধ দ্বারা হোক অথবা অবস্থানের/সমর্থনের মাধ্যমেই হোক। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের সম্পদ, জীবন ও জিহ্বা দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা” এবং তিনি ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ একটি তীরের বিনিময়ে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন: তীর প্রস্তুতকারী, যখন সে তা তৈরিতে ভালো উদ্দেশ্য রাখে, যে তা নিক্ষেপ করে এবং যে তা হস্তান্তর করে...”।”

আয়াতটি প্রমাণ করে যে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই জোটের যুদ্ধে কোন ধরনের সহায়তা প্রদান করে, তারা শাইত্বন কাফিরদের মিত্রদের অন্তর্ভুক্ত।

‘আবদুল-কাদির ইবনে ‘আবদিল-‘আযিয এই আয়াত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন:

অতএব, যে কেউ কাফির শাসক, সংবিধান বা কাফির ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য লড়াই করে — যেমনটি মুর্তাদ শাসকদের সাহায্যকারীরা করে থাকে — সে ত্বগ্বূতের পথে লড়াই করেছে। আর যে ত্বগ্বূতের পথে লড়াই করে, সে কাফির। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ

আর যারা কুফুরী করেছে তারা ত্বগ্বূতের পথে যুদ্ধ করে।

এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো: কথা বা কাজের মাধ্যমে যুদ্ধ করা, যেমনটি ইবনু তাইমিয়াহ থেকে আমরা উদ্ধৃত করেছি।

فَقُتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

কাজেই তোমরা শাইত্বনের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর — আল্লাহর এই বাণীর প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করুন, কেননা তা স্পষ্ট করে দেয় যে ত্বগ্বূত মূলত সেই শাইত্বন যে কুফরের প্রতি আহ্বান করে। আর যে ত্বগ্বূতের পথে যুদ্ধ করে, সে মূলত শাইত্বনের পথেই যুদ্ধ করে। এটি তাদের কুফুরীকে নিশ্চিত করার আরেকটি দিক, কারণ নিশ্চয় শাইত্বনের মিত্ররা কাফির, যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

আর যারা কুফুরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক [আল-বাক্বরহ, ২৫৭]।

এবং তিনি বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিশ্চয় আমরা শাইত্বনকে তাদের অভিভাবক করেছি, যারা ঈমান আনে না [আল-আরাফ, ২৭]।

সুতরাং এটি মুর্তাদ শাসকদের সাহায্যকারীদের কুফুরীর বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ — যেমন কিছু পাপিষ্ঠ ‘উলামা ও সাংবাদিকরা কথা/যবানের মাধ্যমে করে এবং সৈন্যরা তাদের বিভিন্ন প্রকারের কর্মের মাধ্যমে করে — যে তারা ত্বগ্বূতের পথে যুদ্ধ করে। আর যে তার পথে যুদ্ধ করে, সে কাফির। তাদের সকলকে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য সরাসরি যুদ্ধে জড়িত থাকা বা যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া আবশ্যিক নয়; বরং যে কেউ এই শাসকদের পক্ষে বা তাদের কুফুরী শাসন ব্যবস্থার পক্ষে — যা ত্বগ্বূতের পথ — যুদ্ধ করার জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিযুক্ত, সে কাফির। যদি আল্লাহ ত্বগ্বূতের কাছে বিচার প্রার্থনাকারীকে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করেন, তাহলে যে তার পাশে থেকে ও তার পথে যুদ্ধ করে, তার অবস্থা কী হবে?, [প্রাগুক্ত, ২/৬৭৮]।

আমি বলি: নিশ্চয়ই বর্তমান সময়ে উপদ্বীপের প্রতিরক্ষা বাহিনী বা অ্যামেরিকার পাশে থেকে যুদ্ধকারী অন্যরা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত — এটি এমন স্পষ্ট বিষয় যা নিয়ে কেউ সন্দেহ করে না, তবে আল্লাহ যার দৃষ্টিশক্তি অন্ধ, শ্রবণশক্তি বধির এবং হৃদয়কে বিচ্যুত করেছেন সে ব্যতীত।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে সত্যের ওপর দৃঢ় রাখুন, যাবত না আমরা আপনার সাথে মিলিত হই। হে আমাদের রব, আমাদেরকে হিদায়াত দান করার পর আমাদের হৃদয়কে বিচ্যুত করবেন না এবং আপনার অফুরন্ত রিযিক থেকে আমাদেরকে দান করুন, নিশ্চয় আপনিই মহান দাতা [আল-আয়াত ওয়াল-আহাদীস আল-গ্বযিরাহ ‘আলা কুফর কুওয়াত দার’ আল-জাযিরাহ, পৃষ্ঠা ১৩-১৬]।

এই বিকৃতিকারীরা কি এখন আশ-শাইখ ফারিস, ‘আলী আল-খুদাইর, নাসির আল-ফাহাদ, হামাদ আল-হুমাইদী, ওয়ালিদ আস-সিনানীকেও গুলাত (বাড়াবাড়িকারী) বা খওয়ারিজ বলবে?

নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী

আশ-শাইখুল মুহাদ্দিস আবু ‘আবদিল্লাহ হামাদ আল-হুমাইদী **تقبله الله**

“অতএব, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা এবং তাঁর কাছে হিদায়াত, সঠিকতা ও সাফল্য কামনা করে – আমি বলি যে ইন শা আল্লাহ এটি হবে ফাতাওয়াটির একটি ‘আম খণ্ডন, যাতে হিদায়াত ও সত্যের সন্ধানী পাঠকের জন্য এটি খুব দীর্ঘ না হয়।

এই ফাতাওয়াটি শুরু হয়েছে মুসলিমদের রক্তের প্রতি গুরুতর অবহেলা ও তা উপেক্ষা করা দিয়ে, যা আল্লাহর নিকট এক বিরাট নাফরমানি, বিশেষত যখন ‘ইলমের দাবিদার ব্যক্তির এই নাফরমানিতে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করে। তবে, এই দোষ আরও বেড়ে যায় এবং মন্দতা আরও জঘন্য হয়ে ওঠে যখন এটিকে বিশুদ্ধ শারী‘আহের প্রতি সম্পৃক্ত করা এবং তার চেয়েও গুরুতর হলো এটিকে আল্লাহ তা‘আলার দিকে আরোপ করা।

এটাই আমরা দেখেছি সেই নয়জন ব্যক্তির ফাতাওয়াতে, যা তারা আল্লাহ তা‘আলার বাণী দিয়ে জারি করেছে,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

{স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: ‘অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।’}

আর এই নয়জন ব্যক্তি হলো:

১. আবু ক্বতাদাহ (আল-ফিলাস্তিনী)
২. আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্কাদিসী
৩. সামী‘ আল-‘উরাইদী
৪. সাদিক্ আল-হাশিমী
৫. মুসলিহ আল-উলাইনী
৬. আবু সুলাইমান আল-অস্ট্রালী
৭. আবু আযযাম আল-জাযরাওয়ী
৮. আল-মু‘তাসিম বিল্লাহ আল-মাদানী
৯. আবু আবদুল্লাহ আল-মুহাইসিনী।

এবং এই নয়জন, যারা দাবি করে যে তারা সংস্কার আনতে এবং সত্য প্রকাশ করতে চায়, তাদের অবস্থা আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

আর সে শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সংশোধন করত না [আন-নামাল, ৪৮]।

قَالُوا تَفَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ

তারা বলল, ‘তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর, আমরা রাতেই শেষ করে দেব তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে; তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত করে বলব যে, তার পরিবার-পরিজন হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আর আমরা অবশ্যই সত্যবাদী’ [আন-নামাল, ৪৯]।

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

আর তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, অথচ তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি [আন-নামাল, ৫০]।

فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

অতএব দেখুন, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে — আমরা তো তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি [আন-নামাল, ৫১]।

তাই আমরা তাদের বলি, তোমরা এই ফাতাওয়ায় সত্যকে স্পষ্ট করনি। বরং, তোমরা দাওলাহর প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেছ এবং এর উত্থানের সময়ই তা প্রকাশ্যে এনেছ। এটাই তোমাদের মুখ উচ্চারণ করেছে এবং এই ফাতাওয়া ও এর আগে তোমাদের মধ্য থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তোমাদের কলম লিখেছে। এটাই তোমরা মানুষের কাছে ঘোষণা করেছ।

আর আল্লাহ তাআলার বাণী, {এবং তা গোপন করবে না।} — রবে তোমরা তোমাদের এই ফাতাওয়ার মাধ্যমে সত্য গোপনের সবচেয়ে বড় অংশটুকুই অর্জন করে ফেলেছ, কারণ তোমরা মিল্লাতু ইবরাহীম (সত্য দীন/ সরল পথ) গোপন করেছ, যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর বাণীর মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ

অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ‘ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন’ [আল-মুনতাহানাহ, ৪]।

এবং এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা স্পষ্ট করা অপরিহার্য। এটি সেই জিনিস যা হারিয়ে ফেলেছে সেই দলগুলো যাদের সদস্যদের তোমরা “মুজাহিদ্দীন” নামে অভিহিত কর। আর তারা কীভাবে আল্লাহর পথে মুজাহিদ হতে পারে, যখন আল্লাহর পথে জিহাদ তখনই তাঁর পথে জিহাদ বলে গণ্য হবে যদি এর মাঝে আল্লাহর এই বাণীর বাস্তবায়ন থাকে,

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনাহ দূর হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় [আল-আনফাল, ৩৯]।

আর দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হওয়ার অর্থ হলো— যদি কোন ভূমি মুক্ত/স্বাধীন হয়, সেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হয়, শিরকের চিহ্নসমূহ উৎখাত হয়, ইসলামের বিধানসমূহ প্রকাশ্য হয় এবং আর-রহমানের শারী‘আহ কার্যকর হয়। অতএব, যে ব্যক্তি এ কাজ করে তাকেই আল্লাহর পথে মুজাহিদ বলা হবে।

যখন রসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গ্বনীমাহ) লাভের জন্য যুদ্ধ করে, অথবা খ্যাতি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করে, অথবা লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে — এবং এক বর্ণনায় আছে যে, ক্রোধবশত যুদ্ধ করে ও প্রদর্শনেচ্ছায় যুদ্ধ করে— তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছে?” রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে উচ্চকিত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।” এটি আহমাদ এবং ছয়টি হাদীস গ্রন্থের সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন; আল-বুখারী, আবু দাউদ ও আন-নাসায়ী এই হাদীসের অধীনে অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণী উচ্চকিত করতে যুদ্ধ করে।”

অতএব, এই দলগুলোর সবই অন্ধ পতাকাবাহী, কারণ তারা আল্লাহর বাণীকে উচ্চকিত করার জন্য যুদ্ধ করে না। আমরা এসব দলের অবস্থার কিছু দিক প্রকাশ করব, যাদেরকে তোমরা মুজাহিদ দল বলে দাবি করেছ, কারণ এখানে আমরা তাদের ভ্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে তাদের মুখোশ উন্মোচিত হতে দেখছি এবং আমরা সেখানে কুফরের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি, যখন তারা শামের ভূমিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সমর্থন করার অঙ্গীকার করেছে। তোমরা তাদের ব্যাপারে কী অবস্থান নেবে, যারা বাশারের শাসনের অবসানের পর শামের ভূমিতে ত্বঘ্বূতের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের অঙ্গীকার করেছে?

তোমরা তাদের ব্যাপারে কী অবস্থান নেবে, যারা আমেরিকা ও উপসাগরীয় ত্বওয়াহীতদের সমর্থনপ্রাপ্ত মুর্তাদ দলগুলোর সাথে হাত মিলিয়ে চলে এবং দাওলাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ নিয়েছে, এভাবে মূমিনদের প্রতি তাদের আনুগত্যের বদলে মুর্তাদদের প্রতি আনুগত্য স্থাপন করেছে? নিশ্চয়ই এটি অতি নিকৃষ্ট বিনিময়।

নাবী ﷺ মুশরিককে বলেছিলেন, “ফিরে যাও, কারণ আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না।” আর এটি ছিল এক মুশরিকের বিরুদ্ধে অন্য মুশরিকের সাহায্য নেওয়ার প্রসঙ্গে তাহলে যখন কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে মুশরিক ও কাফিরের সাহায্য নেওয়ার কথা আসে, তখন কী অবস্থা হবে? তোমরা কি কখনো শামের মুর্তাদদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণা প্রদর্শন করেছ — যতক্ষণ না তারা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনে? নিঃসন্দেহে এটি সত্য গোপন করা এবং ইবরাহীমের

মিল্লাহ প্রতিষ্ঠা থেকে বিরত থাকা। অতএব, আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই হিদায়াত পাওয়ার পর অন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে।

সবাই জানে যে, সেই নয়জনের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যিনি কিছু ত্বগ্বূতের কুফুরী ঘোষণা এবং তাদের মিথ্যা প্রকাশ্যে আনার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। কিন্তু যখন শামের মুর্তাদ গোষ্ঠীদের মধ্যে একই কুফুরী প্রকাশ পেল — শামের সেই ভূমি, যেখানে ইবরাহীম (‘আলাইহিস সালাম) হিজরত করেছিলেন — তখন সে শামের কাফিরদের বিরুদ্ধে তার কলমকে সংযত রাখল। সে তাদের প্রতি কোন শত্রুতা বা ঘৃণা প্রদর্শন করল না এবং তাদের তাকফীরও করল না। বিপরীতে, তার জিহ্বা ও কলম আল্লাহর মিত্রদের বিরুদ্ধে খাপমুক্ত তরবারিতে পরিণত হয়েছিল। আর তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত ফাতাওয়ায় এমন বিষয়কে সমর্থন করেছ যা আল্লাহ তাঁর বাণীতে নিন্দা করেছেন,

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

প্রত্যেক দলই যা তাদের কাছে আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল [আর-রুম, ৩২]।

আর আল্লাহ তাঁর রসূলকে এর থেকে পৃথক করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোনো দায়িত্ব আপনার নয় [আল-আন‘আম, ১৫৯]।

আর নয় ব্যক্তির ফাতাওয়ায় তাদের বক্তব্য, “যারা বোধসম্পন্ন তাদের কাছে তাদের – অর্থাৎ দাওলাহর – মানহাজের ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে গেছে।” তাই আমরা তোমাদের কাছে জানতে চাই যে, এই ত্রুটিগুলো কী যা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে কিন্তু সকল মুসলিম, সাধারণ মানুষ এমনকি বোধসম্পন্নদের কাছেও গোপন রয়েছে? আমাদের এমন কিছু দেখাও যা কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধী এবং তা দাওলাহর মানহাজে পরিণত হয়েছে!

তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না, কেননা এর দিক থেকে এক আনন্দময় হাওয়া এসেছে, এর দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং এর পথের স্পষ্টতা প্রজ্ঞাবানদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে। অতএব, মাশা‘আল্লাহ! এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই। কতই না উত্তম এটি! এর প্রতিরোধের পথে কোন মূর্তি এলে এটি তা ধ্বংস করে, কোন ক্রুশ এলে সেটিকে চূর্ণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী কেউ আসলে, এটি তার বিরুদ্ধে জিহাদ চালায়। এটি যে কোন ভূমিতে পদার্পণ করে, সেখানেই আল্লাহর শারী‘আহর বাস্তবায়ন করে।

সুতরাং কতই না চমৎকার এই মানহাজ! আমরা আল্লাহর নিকট দু‘আ করি যেন তিনি তাদেরকে হাক্ক (সত্য) অনুসরণে এবং এর প্রতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে দেন। আল্লাহর কসম! তারা তাদের স্বল্পসংখ্যকতার কারণে

পরাজিত হবে না যতক্ষণ তারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুনাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে, এবং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অবধারিত ওয়াদা:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা [আর-রুম, ৪৭]।

অতএব, যদি তোমরা মূর্তি ধ্বংস, ক্রুশ ভাঙ্গা, এবং রহমানের শারী‘আহ বাস্তবায়নকে কোন মানহাজের ত্রুটি মনে করে থাক, তাহলে এটি স্পষ্ট কুফুরী (অবিশ্বাস)। আর তাই, আমরা তোমাদেরকে নিজেদের ইসলাম নবায়ন করতে এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের স্রষ্টার নিকট তাওবাহর আহ্বান জানাই।

এছাড়াও, এটি একটি বার্তা যা আমি তাদের প্রতি নির্দেশ করছি যারা মুর্তাদদের সাথে জোট বেঁধেছে, তাদের সাথে মিত্রতা করেছে এবং নিজেদের ও মুসলিমদের মধ্যকার সকল আনুগত্য ছিন্ন করেছে —

তোমরা কীভাবে এইসব দল ও গোষ্ঠীর সাথে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ কর, যেখানে তোমাদের ডানে ও বামে একজন মুর্তাদ আছে যে একটি সিভিল স্টেট প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছে অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা বহন করেছে অথবা গণতন্ত্রের লক্ষ্যে

যুদ্ধ করছে, আর তোমরা, তা সত্ত্বেও তার রক্তের পক্ষে দাঁড়ান এবং তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ কর?

তোমাদেরকে ক্রুসেইডার যুদ্ধবিমানগুলো ছায়া দিয়েছে এবং তোমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় তৃপ্ত রাষ্ট্রগুলোকে সমর্থন করেছ। তাহলে এটা কি সেই ইসলাম যা তোমরা আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন, না-কি এটা সেই কুফর যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং যার লোকদের সম্পর্কে তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে তারা মুসলিম নয় বরং কাফির?

আল্লাহ বলেছেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না [আলি-ইমরান, ২৮]।

এবং আল্লাহর বাণী স্মরণ কর,

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শাইত্বন তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় [মুহাম্মাদ, ২৫]।

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে ওরা বলে, ‘অচিরেই আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব।’ আর আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধিসমূহ জানেন [মুহাম্মাদ, ২৬]।

অতএব, তোমাদের গুনাহের জন্য কান্না কর, আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর, কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে তাঁর নিকট নির্দোষতা ঘোষণা কর, তাওহীদের সাথে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর, আনুগত্যের সাথে তাঁর কাছে নতি স্বীকার কর এবং শির্ক ও মুশরিকদের থেকে নিজেকে মুক্ত করুন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ

আর যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এমতাবস্থায় যে সে মুহসিন, সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মজবুত হাতল [লুর্কমান, ২২]।

এই দলগুলো থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন কর এবং কাফেলায় যোগ দাও। আর তাওবাহকারী মুজাহিদদের অবস্থা চিন্তা কর, যারা দলবদ্ধভাবে ও একাকী এই দলগুলো ত্যাগ করেছে এবং তারা যা জানত ও প্রত্যক্ষ করেছিল কুফরের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে — যেমন কাফিরদেরকে সহায়তা করা ও অন্যান্য কাজ — তার সাক্ষ্য দিয়েছে।

আমি আল্লাহর কাছে তাদের তাওবাহ ক্ববুল করার এবং তাদের জীবনকে শাহাদাতের মাধ্যমে সমাপ্তি করার দু‘আ করি।

বাস্তবতা হলো যে, এই ফাতাওয়াতে আহলুল কিতাবের ‘উলামাদের অনুকরণ করা হয়েছে, যাদের অনুসরণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। বস্তুত, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জানিয়েছেন যে, এই উম্মাহর মধ্যেও এমন লোক থাকবে যারা আহলুল কিতাবের পথ অনুসরণ করবে। ফলে, এই মুফতীরা তাদের ফাতাওয়ায় এমন ধোঁকা স্থাপন করেছে যা দুর্বল উপলব্ধিসম্পন্ন লোকদের পথভ্রষ্ট করবে। তারা সত্যকে গোপন করেছে এবং মিথ্যাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যেন তা সত্য প্রকাশ করেছে, গোপন করেছে না। আল্লাহ বলেছেন,

يَا هَلْ أَلْكُتِبَ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

হে আহলুল কিতাবগণ, তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান? [আলি-ইমরান, ৭১]।

অতএব, আমরা এই ফাতাওয়া জারিকারীদেরকে আল্লাহর কাছে তাওবাহ করার এবং এই ফাতাপা প্রত্যাহার করার আহ্বান জানাই। আল্লাহ তা‘আলার বাণীকে সত্যায়ন করে বলছি,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ

নিশ্চয় যারা আমরা যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও হিদায়াত নাযিল করেছি তা গোপন করে, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা‘নত করেন এবং লা‘নতকারীগণও তাদেরকে লা‘নত করেন [আল-বাক্বরহ, ১৫৯]।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

তবে যারা তাওবা করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করেছে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে তারা ব্যতীত। অতএব, এদের তাওবাহ আমি ক্ববূল করব। আর আমি অধিক তাওবাহ ক্ববূলকারী, পরম দয়ালু [আল-বাক্বরহ, ১৬০]।

এই হুঁশিয়ারির চেয়ে আর কোন কঠোর হুঁশিয়ারী আছে কি?

আর আমি সতর্ক করছি তাদেরকে, যাদের হৃদয়ে জীবন আছে, যেন তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতকারী এই ধরনের ভ্রান্ত ফাতাওয়াগুলোর অনুসরণ না করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের কে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম পুত্র মাসীহকেও [আত-তাওবাহ, ৩১]।

হুয়াইফা(رضي الله عنه)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “তারা (আহলুল কিতাবীরা) কি তাদের (পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের) ‘ইবাদাত করত?’” তিনি বললেন, “না, বরং তারা তাদের জন্য যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা হালাল করে দিত, ফলে তারা তা হালাল মনে করত। আর যা আল্লাহ হালাল করেছেন তা তারা হারাম করে দিত, ফলে তারা তা হারাম মনে করত। এভাবেই তারা তাদের জন্য রব হয়ে গিয়েছিল।”

এটি ‘আবদুর রাযযাক ও আল-বাইহাকী বর্ণনা করেছেন, এবং এর অর্থ মারফু হাদীসে এসেছে ‘আদি(رضي الله عنه) এর সূত্রে, যা আত-তিরমিযী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। তবে এই মারফু হাদীসটি ঋটিমুক্ত নয়।

‘আবদুল্লাহ বিন মাস‘উদ(رضي الله عنه) বলেছেন, “একজন মানুষের উচিত হবে না তার দীনের ব্যাপারে অন্ধভাবে অন্য মানুষকে অনুসরণ করা, যদি সে বিশ্বাস করে তাহলে সে-ও বিশ্বাস করে আর যদি সে অবিশ্বাস করে তাহলে সে-ও অবিশ্বাস করে, কেননা মন্দ কাজের আদর্শ গ্রহণ করা উচিত নয়।” এটি আল-বাইহাকী এবং ইবনু ‘আবদিল বার তাঁর সংকলনে বর্ণনা করেছেন, এবং এটিই তাঁর শব্দ। তিনি আরও বলেছেন, “হয় ‘আলিম হও, অথবা ‘ইলমের ছাত্র হও; কিন্তু এ দুইয়ের কেউ না হয়ে কেবল মুফল্লিদ (অনুসরণকারী) হয়ে থেক না”

[প্রতারকদের ফাতাওয়ার প্রতিউত্তরে স্পষ্ট জবাব]